৪৮ তম বইমেলায় নতুন সংযোজন ম্যাসকট

ম্যাসকট দেখতে একেবারে বাঙালি মধ্যবিত্ত পড়ুয়া। একটি ছেলে, আর একটি মেয়ে। চোখে চশমা,অনেকটা হাঁসের আদল। গিল্ড কর্তারা জানায়, মা সরস্বতীর হাঁস ভাবাই যায়।

পুরুষ নিষিদ্ধ গ্রাম, তবু অন্তঃসত্বা হন নারীরা

আলোচ্য গ্রামটি তেমন এক গ্রাম যেখানে প্রযুক্তির একমুঠো বাতাস টুকুও পৌঁছতে পারেনি এখনো।ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে গ্রামটি দক্ষিণ আফ্রিকায়। প্রকৃতিক নিয়মেই সন্তানের জন্ম দেন মা।

সৃজনশীল প্রতিভার উদযাপন

সৃজনশীল পড়ুয়াদের প্রতিভার বিকাশে ‘এক্সপ্রেশনস্ ২০২৪’ শীর্ষক এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন।

Monthly Newspaper:
- Vol-2 ● Issue - 1
- January 2025
- RNI No. : WBBEN16094
- Price: 5/-

প্রথম সন্দেশ

দেশ ও প্রবাসের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এর একমাত্র প্ল্যাটফর্ম

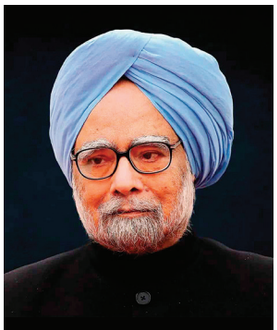

প্রয়াত দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং। “প্রথম সন্দেশ” পত্রিকার সকল সংবাদকর্মী শোকস্তব্ধ। আগামী সংখ্যায় প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর কর্মজীবন নিয়ে থাকবে বিশেষ প্রতিবেদন।

বাংলাই শিল্পের ডেস্টিনেশন, বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়: দীর্ঘ তেরো বছর বাংলা শিল্প - বান্ধব নয় এমনটাই চিৎকার করে বলে চলেছেন বাম - কংগ্রেসের নেতারা। কিন্তু বিগত চৌত্রিশ বছর বাম আমলের কোটি কোটি কারখানায় এক লহমায় তালা লাগালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? যদি তাই হয়, ২০১১ এর পাঁচ বছর পরে জনগণ পুনরায় কেন বাংলায় ফেরালেন ঘাস ফুল শিবির কে। সেই নিয়েই আলোচনায় -- হৈমন্তী রায় ঠাকুর পশ্চিমবঙ্গে শিল্প নেই একথা বাম রাজনৈতিক নেতারা ক্রমাগত বলে যান। কখনো মাচায়, কখনো টেলিভিশন চ্যানেলে এবং সংবাদপত্রে মন্তব্য দিয়ে। বেশ তো। যদি না

ই থাকে তাহলে একের পর এক নির্বাচন, উপনির্বাচন, লোকসভা, বিধানসভা সব ক্ষেত্রেই তৃণমূলের জয় জয়কার কেন? কোথাও তো বাম - কংগ্রেস কে মাইক্রোস্কপ দিয়েও দেখা যাচ্ছেনা। পাকা মাথার বাম নেতার বুদ্ধি কি বিলুপ্তির পথে? উত্তর পাঠক ই দেবেন। বাংলায় প্রধান শিল্প কয়লা , ইস্পাত, চামড়া, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, টেক্সটাইল, সিমেন্ট, পাট, জুয়েলারী এবং আই টি। পশ্চিমবঙ্গ হল পূর্ব ভারতের প্রাথমিক ব্যবসা ও আর্থিক কেন্দ্র। পাট, চা,লৌহ আকরিক, চুনাপাথর, তামা, সীসা, দস্তার মতো খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ একটি রাজ্য। রাজ্যের শিল্পের বেশির ভাগই দুর্গাপুর, আসানসোল, হাওড়া, খড়্গপুর,হলদিয়া অঞ্চলে । এছাড়া প্রকৃতিক সম্পদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে পাট শিল্প। পাটের বিভিন্ন দ্রব্য রপ্তানি করে যথেষ্ট আয় ভালো হয় এই রাজ্য থেকে। বাংলায় চামড়া প্রক্রিয়াকরণ

পরবর্তী অংশ ৩ পাতায়

২০২৫ সালের শুরুতেই নিয়ম বদল লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পের

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারে আসার পর গুচ্ছ গুচ্ছ প্রকল্প এনেছেন মহিলা, বার্ধক্য, স্কুল পড়ুয়া ইত্যাদি প্রায় সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য।প্রকল্প গুলি রমরমিয়ে চলছিলো বেশ ভালো ভাবেই । মানুষের মনে তৃণমূল কংগ্রেস দলের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের শিকড় ক্রমশ দৃঢ় হয়েছে। বছরের পর বছর আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভোটে ফিরে ফিরে আসছে তৃণমুল কংগ্রেস। মানুষের চাওয়া পাওয়া এতটাই বোঝেন এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, সেইকারণে মানুষ চোখ বন্ধ করে ভরসা করে তাঁকে। কিন্তু নতুন বছরের প্রথম দিন থেকেই কার্যকরী হচ্ছে নতুন নিয়ম লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পের। নতুন নিয়ম মেনেই দেওয়া হবে ভাতা। নিয়ম মানলেই কোনো সমস্যাতে পড়তে হবেনা।

প্রথমে ১000 টাকা দেওয়া হলেও পরবর্তীতে ১২00 টাকা করে এককালীন বেড়ে যায় এই ভাতা। সমাজে নারীদের আর্থিকভাবে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রকল্প চালু করেন। এবং

দেখা গেছে বাংলার মহিলারা এই প্রকল্পের আওতায় আসার পর উচ্চসিত। একটি পরিবারে একের বেশি মহিলা থাকলে তিনিও পাবেন এই ভাতা। অর্থাৎ বিষয়টা পরিবার অনুযায়ী ছিলোনা, ছিলো মাথাপিছু। কিন্তু নিয়ম বদলানোর কারণে অনেকের হয়তো একটু অসুবিধা হবে। নিয়মগুলি হল : * ২৫ থেকে ৬0 এর মধ্যে বয়েস মহিলারাই এই প্রকল্পের আওতায় থাকবেন। * সিঙ্গেল একাউন্ট হোল্ডার মহিলারা এই টাকা পাবেন। কোনো জয়েন্ট একাউন্টে লক্ষীর ভান্ডারের টাকা যাবে না। * আধার কার্ডের সঙ্গে ব্যাক একাউন্টের লিংক থাকা বাধ্যতামূলক। * যে সব মহিলা চাকরি করেন বা অন্য কোনো সরকারি সুবিধা পায় সে লক্ষীর ভান্ডারের টাকা পাবে না। * তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মহিলাদের যথোপযুক্ত শ্রেণীর প্রমাণপত্র অর্থাৎ সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে উল্লিখিত সরকারি দপ্তরে। উপরিউক্ত নিয়ম মেনে যারা নথি জনা দেবেন তাঁরা লক্ষীর ভান্ডার এর টাকা পাবেন। যারা নিয়ম মানবেন না তাদের নাম বাদ যাবে বলে সূত্রের খবর।

প্রথম সন্দেশ- এর পক্ষ থেকে সকল পাঠক, লেখক, কাগজ-বিপণনকারী, শুভানুধ্যায়ী, বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

সিরিয়ার যুদ্ধ কি চলতেই থাকবে? যদি তাই হয় এর কারণ কি?

হৈমন্তী রায় ঠাকুর: সমগ্র পৃথিবী জতুগৃহে পরিণত হয়েছে। পোড়া গন্ধে মানব সমাজ অতিষ্ট। উপায় তো নেই। মানতে হবে। আমরা জানি ইসরাইল - সিরিয়া সম্পর্ক বলতে ইসরাইল রাষ্ট্র এবং সিরিয়ান আরব প্রজাতন্ত্রের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে বোঝায়। 1948 সালে ইসরাইল প্রতিষ্ঠার পর থেকে দুই দেশ চিরস্থায়ী যুদ্ধে আবদ্ধ হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সিরিয়া ১৯৭১ সালে ক্ষমতায় এসেছিলেন। শাসক ছিলেন হাফেজ - আল - আসাদ। তার মৃত্যুর পর ছেলে বাশার - আল - আসাদ ২১ বছর সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট পদে রয়েছেন। কিন্তু বাশার -আল-আসাদ ক্ষমতায় আসার আগে থেকে সিরিয়ায় তরুণদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, বাক্স্বাধীনতার অভাববোধ ইত্যাদি থেকে তুমুল হতাশা তৈরী হিতে শুরু করে। ২০১১ সালের মার্চ মাসে সিরিয়ার দক্ষিণ শহর দেরাতে প্রথম সরকারবিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়। বাশার এর পদত্যাগ দাবি করে বিক্ষোভকারীরা। এর ফলে সরকারি দমন পীড়ন বেড়ে যায়। দেশটিতে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। এই পরিস্থিতির সুযোগ নেই বিদেশি শক্তি । কেউ বাশার কে সমর্থন করে কেউ অস্ত্র ও অর্থের সাহায্য করতে থাকে। এরই মধ্যে দেশটিতে উত্থান হয় ইসলামিক স্টেট ও আল-কায়দার। অন্যদিকে বাশার - আল - আসাদকে ক্ষমতায় দেখতে চায় না পশ্চিমীরা। রাজনৈতিক বিশ্লেষক যাঁরা তাঁরা মনে করছেন বিশেষ কয়েকটি কারণে সিরিয়ার যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার সম্ভবনা কম। কারণগুলি হল, ১* বিদেশি স্বার্থ : তুরস্ক,সৌদি আরব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আসাদ কে চ্যালেঞ্জ করছে। অন্যদিকে আসাদের ক্ষমতা রক্ষা করতে গিয়ে রাশিয়া ও ইরান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। 2*সমাজের বিভক্তিকরণ: রাজনৈতিক বিভাজন সংঘাতের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলেও সাম্প্রদায়িক প্রবাহ দীর্ঘদিন ধরে অন্যতাম ভূমিকা পালন করে চলেছে। 3* অর্থনৈতিক ধস ও মানবিক জীবনে সংকট: বছরের পর বছর যুদ্ধ চলার কারণে সিরিয়ার মানবিক জীবন সংকটপূর্ন। লক্ষ লক্ষ মানুষের চরম দুর্দশার জীবন মেনে নিতে হচ্ছে।পরিস্থিতি অনিশ্চিত। ৪* আন্তর্জাতিক কূটনৈতিকতার ব্যর্থতা: যে সমস্ত দেশ সমস্যার সমাধানের মূল উদ্যোগ নিচ্ছে তাদের পরিকাঠামোগত স্থির চিন্তা শক্তির অভাব দেখা যাচ্ছে। সমর্থনকারি দেশ গুলি আসাদের বাস্তব চিন্তার দারিদ্রিতা খুঁজে পাচ্ছে। ক্লাইমেক্স তৈরী হল চলতি বছরের ২৭ নভেম্বর। রাশিয়া ও ইরান আসাদকে সহযোগিতা করলেও হুয়াত তহবির - আল শাম নামক ইসলামিক সংগঠনটি পাঁচ বছর ধরে ঘুঁটি সাজাতে থাকে। সিরিয়ার তের টি গ্রাম দখল করার পর রাজধানী দামাসকাস তাদের দখলে নেয়। একদিকে ইরান - ইসরাইলের যুদ্ধ অন্যদিকে রাশিয়া - ইউক্রেনের যুদ্ধের ডামাডোলে তারা হাতছাড়া করেনি। ৮ ডিসেম্বর ২০২৪ আসাদ সিরিয়া ছেড়ে পালিয়ে যান। তিনি কোথায় আশ্রয় নিয়েছেন এই মুহূর্তে বলা মুশকিল। সিরিয়ার আগামীদিন কি হবে কেউ সেই নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে পারছেন না। সমগ্র পৃথিবী তাকিয়ে আছে এর পর কি?

পুরুষ নিষিদ্ধ গ্রাম, তবু অন্তঃসত্বা হন নারীরা

রাবেকা খাতুন: বিশ্বের দরবারে এমন আশ্চর্য কিছু বিষয় আছে জানার পর বেশকিছু সময় চুপ হয়ে যেতে হয়। আলোচ্য গ্রামটি তেমন এক গ্রাম যেখানে প্রযুক্তির একমুঠো বাতাস টুকুও পৌঁছতে পারেনি এখনো।ভৌগোলিক অবস্থানের ভিত্তিতে গ্রামটি দক্ষিণ আফ্রিকায়। প্রকৃতিক নিয়মেই সন্তানের জন্ম দেন মা। আধুনিকতার ছোঁয়া আক্ষরিক অর্থে না পাওয়া এই উপজাতি মানুষেরা ঘন জঙ্গলের মধ্যে বসবাস করেন। তিরিশ বছরের বেশি এই গ্রামে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের প্রবেশের অধিকার নেই। গ্রামজুড়ে থাকেন নারীরা। আর সব থেকে আশ্চর্য বিষয় নারীর ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি সন্তান ধারণ করেন গর্ভে। পুরুষের জোর করে শরীরের খিদে মেটাতে নারী সন্তান সম্ভবা হন না। স্বেচ্ছায় অন্তসত্বা হন নারী।

এই ঘটনার কারণের পিছনে রয়েছে ইতিহাস। বলা ভালো কুৎসিত ইতিহাস। কালো মানুষের দেশ আফ্রিকা। বার বার শ্বেতাঙ্গ সভ্য মানুষ দ্বারা আক্রান্ত তারা। বার বার নরক্ষাদকের শিকার যাতে না হতে হয় তারজন্য ১৯90 সাল নাগাদ ব্রিটিশ সেনাদের হাতে ধর্ষিতা হওয়ার পর তারা সিদ্ধান্ত নেয় নতুন গ্রাম গড়ে তোলার। গড়ে ওঠে নতুন গ্রাম। নির্যাতিতা নারীদের আশ্রয় দিতে শুরু করে তারা। উমোজ গ্রামে নয় নয় করে প্রায় তিনশ নারী বসবাস করেন। এবার প্রশ্ন পুরুষ সঙ্গ ছাড়া মাতৃতের স্বাদ নেবেন কিভাবে। তারা তো আধুনিক যাপন করেন না। তাহলে সম্ভব কি করে হয় গর্ভধারণের। সম্ভব। পাশের গ্রামে থাকা পুরুষদের সঙ্গে উমো জ গ্রামের নারীরা বন্ধুত্ব করে। পরবর্তীতে তারা ওই নিজের পছন্দের পুরুষের সঙ্গে এবং পুরুষটির সম্পূর্ণ অনুমতি প্রাপ্ত হওয়ার পর সহবাসে লিপ্ত হয়। এবং সন্তান সম্ভবা নারী নিজের শারীরিক পরিবর্তন বোঝার পর আর ওই পুরুষটির সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনা। সন্তানের জন্ম হওয়ার পর তার দায়িত্ব নেয় সেই নারী। এবং সন্তানকে বড়ো করে তোলেন একেবারে নিজের তত্ত্বাবধানে। এভাবেই নিঃশব্দ প্রতিবাদ করে চলেছে আফিকার গ্রামের নারীরা। এই গ্রামের ঘটনা শুধুমাত্র ঘটনা নয়। এ এক অদ্ভুত প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর। তাদের প্রথাগত শিক্ষা নেই। তারা আধুনিক প্রযুক্তির থেকে বহু দূরে। কিন্তু মননে, যাপনে, চিন্তায়, ব্যবহারে, মানসিকতায়, আত্মসম্মান বোধে আমাদের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে। প্রতিবাদ তো এভাবেই হওয়া দরকার। নারীর সম্মান রক্ষা মানেই নারীবাদী - নেত্রী বোঝায়না। নিজের সম্মান রক্ষা করা যেমন নিজের, তেমনি সমাজের শাসক সম্প্রদায়ের ও। তারা ঝেড়ে ফেলতে পারেন না। সুতরাং শিক্ষা নিক আফ্রিকার জঙ্গলের প্রত্যন্ত গ্রামের নারীদের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষিত সমাজ।

৪৮ তম বইমেলায় নতুন সংযোজন ম্যাসকট: প্রচার এবার জোরদার

নিজস্ব সংবাদদাতা: সম্প্রতি কলকাতা অন্তর্জাতিক বইমেলার ম্যাসকট প্রচার শুরু হল। পাবলিসার্স এন্ড বুক সেলার্স গিল্ড এর ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রেস কনফারেন্সে বলেন, " আমরা এই ম্যাসকটের মাধ্যমে বইমেলার প্রচারে জোর দেব।" জানা যায় বইমেলায় আলাদা ম্যাসকট জোন থাকবে। টি-শার্ট থেকে শুরু করে কফি মাগ, গেঞ্জি ইত্যাদি সামগ্রীতে ম্যাসকট ছবি দিয়ে প্রচার হবে। ম্যাসকট দেখতে এক্কেবারে বাঙালি মধ্যবিত্ত পড়ুয়া। একটি ছেলে, আর একটি মেয়ে। চোখে চশমা,অনেকটা হাঁসের আদল। গিল্ড কর্তারা জানায়, মা সরস্বতীর হাঁস ভাবাই যায়। গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক সুধাংশুশেখর দে বলেন," এবছর বইমেলার মাঠে ইংরেজি ভাষার প্রকাশকদের জন্য আলাদা আলাদা হল থাকবেনা। পুরোটাই খোলা আকাশের নিচে। ইংরেজি বইয়ের জন্য গতবারের থেকে এবার বেশি জায়গা দেওয়া যাবে। এবছর ১২৫ টি প্রকাশক থাকবেন। " এবারের থিম দেশ জার্মানি। কলকাতার কনসাল জেনারেল বারবারা ভস বলেন, " কলকাতা বইমেলার হাত ধরে ভারত- জার্মানির সম্পর্ক আরো মজবুত হবে। জার্মানিতে ভারতীয় পড়ুয়াদের জন্য আকর্ষণীয় সুযোগ আমরা বইমেলায় মেলে ধরবো।" সেদিনের কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার গ্যেতে ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টার এস্টিড ওয়েগন্যার জানান," ২০২৫ এর বইমালা অনেক বেশি পরিবেশ বান্ধব হবে এবং সমগ্র পৃথিবীর কাছে মহামিলন এর বার্তা পৌঁছেদেবে।" সব মিলিয়ে বাংলার মানুষ কলকাতা বইমেলার শুরুর দিনের অপেক্ষায় থাকছে। বাংলার কাছে কলকাতা বইমেলা অন্যতম সেন্সেটিভ এক পার্বন। অন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এর গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাই শিল্পের

১ পাতার পর এবং চামড়াজাত দ্রব্যের উৎপাদনে রয়েছে এই শিল্প। ৬৬৬ টি ইউনিট চামড়া সম্পর্কিত পণ্য উৎপাদন করে। হলদিয়া পেট্রোকেমিকেল থেকে শুরু করে নিউটাউনে আই টি হাব সব ই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বর্তমান রাজ্য সরকার। নিউটাউনে একের পর একর জমিতে একটার পর একটা আই টি কোম্পানি আসছে। মেইনট্রি এসেছে, এল এন টি ইনফটেক এসেছে। কিছুদিন আগেই নিউটাউনের হাতিশালায় ইনফসিসের নতুন ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর ফলে চার হাজার মানুষের কর্ম সংস্থান হবে। আপাতত ১৭ একর জমির ওপর গড়ে উঠেছে ক্যাম্পাস। রাজ্যে ২২ টি আই টি পার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। রাজ্যে এই মুহূর্তে ২ হাজার ২০০ টি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা কাজ করছে। ইনফোসিস এর ভূয়সী প্রশংসা করেন তিনি সেদিন। সব মিলিয়ে রাজ্যের শিল্প মানেই 'চপ ' শিল্প তা নয়। নিন্দুকে তো বলবেই। যে রাজনৈতিক দল শূন্য হতে হতে মহাশূন্যের দিকে আস্তে আস্তে এগোচ্ছে তাঁদের মুখে চপ না কাটলেট কোনোটাই মানায় না। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে চাকরি করতে বাম আমলে কেউ জাননি? হায়দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, পুনে কি তেরো বছর ধরে বাংলার যুবক যুবতীদের চাকরি দিচ্ছে? বাংলার যুবক যুবতীরা কি এই তের বছর ই চাকরির জন্য হুড়মুড়িয়ে বাংলা ছেড়ে ভিন রাজ্যে ঘাঁটি গাড়ছে? স্বপ্নের বাংলা। সোনার বাংলা আজও আছে আগামীদিনেও থাকবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মানুষের প্রতি আস্থাশীল,অনুভূতি প্রবণ। বাংলায় উন্নয়নের জোয়ার এসেছে তা আগামী বিধানসভায় বাংলার মানুষ বুঝতে পারবে।

মহিলাদের সুরক্ষায় অভিনব উদ্ভাবন: পেটেন্ট পেলেন আইইএম-এর প্রাক্তন ছাত্র মৈনাক মণ্ডল

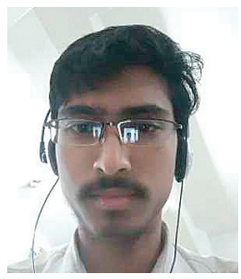

নিজস্ব সংবাদদাতা মহিলাদের সুরক্ষায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিলেন ইন্সটিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (আইইএম)-এর প্রাক্তন ছাত্র মৈনাক মণ্ডল। তাঁর উদ্ভাবিত "ইন্টারনেট-সাহায্যপ্রাপ্ত জরুরি সতর্কতা ও আত্মরক্ষার্থে বৈদ্যুতিক শক দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন গ্লাভস" সম্প্রতি পেটেন্ট স্বীকৃতি পেয়েছে।আইইএম-পড়াকালীন এই প্রকল্পের ধারণা পান মৈনাক। শিক্ষকদের সহযোগিতা এবং গাইডেন্সে তার এই আবিষ্কার বাস্তব রূপ নেয়।মৈনাক বলেন, "আমার মেন্টর প্রবীর কুমার দাস, অভিজিৎ বোস এবং অরুণ কুমার বার-এর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁরা সর্বদা আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই আমাদের ডিরেক্টর অধ্যাপক ড. সত্যজিৎ চক্রবর্তীকেও, যাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও নেতৃত্ব আমাকে এই পেটেন্ট অর্জনে সাহায্য করেছে।"মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের প্রেক্ষিতে, এই গ্লাভস একটি সম্ভাব্য গেম-চেঞ্জার হিসেবে দেখা হচ্ছে। জরুরি পরিস্থিতিতে সতর্কবার্তা পাঠানোর পাশাপাশি আত্মরক্ষার্থে বৈদ্যুতিক শক দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এটি।আইইএম-এ পড়াকালীন মৈনাক আরও বেশ কিছু উচ্চ-প্রযুক্তিরপ্রকল্পে কাজ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো "শক্তি"—ভারতের প্রথম দেশীয় মাইক্রোপ্রসেসর তৈরির প্রকল্প। মৈনাকের এই সাফল্য আইইএম-এর উদ্ভাবনী ও গবেষণা-ভিত্তিক শিক্ষার সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে। প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষকমণ্ডলী ও কর্তৃপক্ষ মৈনাককে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "তার এই আবিষ্কার নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করবে এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন আনার পথে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।"

সবুজ জ্বালানির ব্যবহার ও সংরক্ষণ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতাঃ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে সবুজ জ্বালানির ব্যবহার ও সংরক্ষণ। এই বিষয়ে ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশন ও নিউ বেঙ্গল কনসাল্টিং(এনবিএস) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। উদ্ভূত সমস্যার সমাধানকল্পে মঙ্গলবারের এই আলোচনাসভায় সবুজ শক্তি, তার প্রয়োগ এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়েছে। অধ্যাপক কমল সরকারের উপস্থিতিতে গ্রীন এনার্জির ভবিষ্যৎ এর ক্ষমতায়নে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়। বক্তারা হলেন - সুচন্দ্রা সেনগুপ্ত, কমল সরকার, বিনয় কুমার চৌধুরী, ডা,. সোহিনী ভট্টাচার্য, সন্দীপ সেনগুপ্ত, সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব সিনহা ড. অমিত কুমার দাস, সুমন্ত সরকার, দেবাশিস সেন, ডা. স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী প্রমুখ। সায়েন্স সিটিতে কলকাতার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় শতাধিক পড়ুয়াদের উপস্থিতি ছিল। উল্লেখ্য, এই বছরেই প্রথম কলকাতায় সবুজ শক্তি এবং সেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে কিভাবে আরো উন্নত প্রযুক্তি আনা সম্ভব তা নিয়েই মূলতঃ চর্চা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই অধ্যাপক ও আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বরা তাদের সুচিন্তিত মতামত পেশ করেন। প্রসঙ্গতঃ সবুজ জ্বালানি এমন এক শক্তি যা প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি না করে উৎপাদন করা হয়ে থাকে। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি থেকেই সাধারণভাবে গ্রীন এনার্জি তথা সবুজ জ্বালানি আসে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি অর্থাৎ বাতাসের শক্তি, সৌর শক্তি, জৈব শক্তি, হাইড্রো - ইলেকট্রিক শক্তি, টাইডাল শক্তি, ভূতাত্ত্বিক শক্তি ও সর্বোপরি মহাসাগরের শক্তি - এই সমস্ত শক্তিগুলোকে বিশদেই বলা হয়ে থাকে। সবুজ শক্তির উৎপাদন বায়ু মন্ডলে বিষাক্ত গ্রিন হাউস গ্যাস মুক্ত করে না। যার প্রকৃত অর্থ হল - এটা সামান্যতম অথবা কোনও পরিবেশগত প্রভাব সৃষ্টি করে না। বর্তমানে, জীবাশ্ম জ্বালানি প্রায় শেষের পথে। এই পরিস্থিতিতে সবুজ শক্তিকে কার্যকরীভাবে ব্যবহার করার দিকে জোর দিচ্ছেন পরিবেশ বিজ্ঞানীরা।

পোর্টাথন- ভারতবর্ষের প্রাচীন 'কলকাতা' বন্দরের স্মৃতি উসকে দিতে এই দৌড়ের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতাঃ ভারতবর্ষের প্রাচীন বন্দর পরিচালিত হয়েছে এই কলকাতা শহরে। নগরবাসীর কাছে সেই স্মৃতি পুনরায় উসকে দিতে এই দৌড়ের কর্মসূচি তথা মহতী উদ্যোগ - পোর্টাথন - এটি দ্বিতীয় সংস্করণ। মূলতঃ কলকাতা বন্দর এলাকায়। খিদিরপুরের সেন্ট থমাস স্কুলের সামনে থেকে এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এর সূচনা করেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম ও কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। উভয়েই ৭ কিমি দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন। ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাক্তন তারকা ও বর্তমান সাংসদ ইউসুফ পাঠান উপস্থিত ছিলেন ও প্রতিযোগীদের দৌড়াতে উৎসাহ দেন। এছাড়াও ১৪ কিমি দৌড়ের ইভেন্ট ছিল। উল্লেখ্য ২১ কিমি দীর্ঘ হাফ ম্যারাথন এই বছর চালু করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ দীর্ঘ ৪.৪ কিমি বাঁক নিয়ে দৌড়ে গার্ডেনরিচ ফ্লাইওভার হয়ে বাস্কেল ব্রিজ তথা নজরুল সেতু ছুঁয়ে দ্বিতীয় হুগলি ব্রিজ তথা বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে শীতের সকালে কলকাতা মহানগরীর বুকে দৌড়লেন একাধিক প্রতিযোগী। নিষিদ্ধ পল্লীর শিশুরা এবং প্যারা অলিম্পিয়ান ও শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষমরা যোগদান করে। স্কুল ও কলেজের পড়ুয়াদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পাঠরতাদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান ছিল। মহিলাদের একাধিক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধিরাও এই দৌড় প্রতিযোগিতায় হাজিরা দাগ কেটেছে। সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের নজরকাড়া উপস্থিতি চোখে পড়ে। মহানাগরিক কন্যা প্রিয়দর্শিনী হাকিমের এমনতর উদ্যোগে সাড়া পড়েছে কলকাতা বন্দর এলাকায় নিঃসন্দেহে।

লেক ক্লাবের উদ্যোগে আর্ট মেলা বা শিল্প মেলা

রবীন্দ্র সরোবরে চিত্রশিল্পীদের হাতের কাজের পসরা নিয়ে হাজির চিত্র শিল্পীদের এই চাঁদের হাটে

কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর নিজস্ব প্রতিনিধি: শীত মানেই উৎসব। রবীন্দ্র সরোবরের লেক ক্লাবের উদ্যোগে প্রতি বছর শীতকালীন উৎসব হয়ে থাকে। এই নিয়ে তৃতীয় বারের উৎসব - শিল্প মেলা ২০২৪ এর উদ্বোধন হয়েছে। চিত্র শিল্পী যোগেন চৌধুরী, শুভাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও গণেশ হালুই হিরণ মিত্র, সমীর আইচ, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় ও বিমল কুন্ডু প্রমুখের উপস্থিতি সমৃদ্ধ করবে এই আশা রয়েছে উদ্যোক্তাদের। চিত্র শিল্পী সমীর আইচ উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন - "এমন উদ্যোগের বিকল্প নেই। অতীতে

এমন কখনো হয় নি" এদিকে, লেক ক্লাব কর্তৃপক্ষের তরফেও আরো জানানো হয়েছে যে, এবছর ও তার ব্যতিক্রম নয় বলেই জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। এই উৎসবে মোট ৪১টি স্টল স্থান পেয়েছে। প্রথিতযশা ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের চাঁদের হাট বসেছে। আগামী ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত তা তিনদিন ধরেই চলবে। এর পাশাপাশি আগামীকাল ২১ ও পরের দিন ২২ ডিসেম্বর ফুড ফেস্টিভ্যালও চলবে। দর্শক সাধারণ ও বিশেষ ছাড় ও থাকছে। ১৭ টি ফুড স্টল রয়েছে। একাধিক খ্যাতিমান চিত্র শিল্পীর নানা শিল্পকর্মের সম্ভারের পাশাপাশি অন্যান্যদের চিত্রকর্ম নিয়েও হাজির বিশিষ্ট শিল্পী সৌরভ ভট্টাচার্য উৎসবে পরিবেশন জয় করেন। পিয়ানো শিল্পী সৌগত ভট্টাচার্য ও স্যাক্সোফোনে সঙ্গীত পরিবেশনায় বিজয় লামা তার ব্যান্ড নিয়েই উৎসবে যোগদান করেছেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতি তমাল মুখোপাধ্যায়, যুগ্ম সম্পাদক সুব্রত গুহ ও দেবব্রত দত্ত বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত ছিলেন সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, তপন কোনার প্রমুখ।

সৃজনশীল প্রতিভার উদযাপনে অ্যাডামাস

নিজস্বসংবাদদাতা: সৃজনশীল পড়ুয়াদের প্রতিভার বিকাশে 'এক্সপ্রেশনস্ ২০২৪' শীর্ষক এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের পড়ুয়ারা নাচ, গান, নাটক, যুক্তি-তর্ক, কুইজ, ফটোগ্রাফি, ইত্যাদি নানা প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। বিশেষভাবে নজর কাড়ে র‍্যাম্প শো-এর অনুষ্ঠানটি, যার বিষয়

ছিল বিভিন্ন ঋতু অর্থাৎ 'সিজনস'। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত শিল্প নির্দেশক একতা ভট্টাচার্য, যিনি বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রকল্পে শিল্প নির্দেশক হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গেও জড়িত। এক্সপ্রেশনস্ ২০২৪- এর আহ্বায়ক ছিলেন স্কুল অফ মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশনের অ্যাসোসিয়েট ডিন অধ্যাপক (ড.) আকাশ দীপ মুনি এবং ঈপ্সিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ড. সায়ক পাল সহ-আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন।

অল ইন্ডিয়া আর্য মহাসভা - কলকাতা কার্যালয়। শুভ দ্বারোদঘাটন।

নিজস্ব প্রতিনিধি: - অল ইন্ডিয়া আর্য মহাসভা এবার কলকাতা শহরে নিজস্ব কার্যালয় চালু করল।মানিকতলা ব্লাড ব্যাঙ্কের বিপরীতে কলকাতা কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি বিভাস চন্দ্র অধিকারী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, দেশে বা রাজ্যে রাজনৈতিক দলের অভাব নেই। কিন্তু মানুষের জন্য ভালোবেসে কাজ করার চেষ্টা বা উদ্যোগের অভাব রয়েছে। তিনি তাঁর কর্মজীবনে বামফ্রন্ট সরকারকে তাদের নানান কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকতে দেখেছেন। যারা জীবন বদলে দেবার স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তার আগে কংগ্রেস আমলের শাসন ব্যবস্থাও দেখেছেন তিনি। আর এই মুহূর্তে মা-মাটি-মানুষ তথা বর্তমান রাজ্য সরকারের যোগ্যদের বঞ্চিত করে অযোগ্যদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি ও ঋণের বোঝা বাড়িয়ে চলার কাজ দেখেই চলেছেন। এছাড়াও কাজের সন্ধানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ভিন রাজ্যে চলে যাওয়ার ঘটনার ও সাক্ষী। এ ঘটনাও দেখছেন তিনি । এই রাজ্যে না হলেও প্রতিবেশী রাজ্যে বিজেপি সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল বা তার নেতাদের কাজকর্ম সম্পর্কে প্রত্যেকেই ওয়াকিবহাল রয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন শ্রী অধিকারী। তার আরো সংযোজন সকলেই ঘুরপথে মানুষকে ভালো থাকার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত উন্নয়ন বা সঠিক কাজ করার ভাবনা নেই। যে কারনেই সংশ্লিষ্ট সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি ন্যায় ধর্ম থেকে সরে গিয়ে এই কাজে যুক্ত হয়েছেন। তাই খুব স্বাভাবিকভাবে তারা লক্ষ্যচ্যুত। অল ইন্ডিয়া আর্য মহাসভা উপরে উল্লেখিত দলগুলির চেয়ে বয়সে নবীন হলেও ভাবনায় তারা অনেক বেশি অগ্রবর্তী। বর্তমান পরিস্থিতি মাথায় রেখে তাই ন্যায় ধর্মের অনুসারী একটি সর্বজনের রাজনৈতিক দল অল ইন্ডিয়া আর্য মহাসভা গড়ে তুলেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের উপদিষ্ট পথেই তা গড়ে উঠেছে। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করেছে আর্য মহাসভা দল। তাতে মানুষের সাড়াও পেয়েছেন তারা।পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির কার্যকরী সভাপতি ও কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি দীপক সাহা রায় বলেন, দেশের বহু মানুষের জন্য কাজ করতে হলে তা রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই সম্ভব। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন তিনি। দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে অখিল ভারতীয় সন্ত সমিতির প্রদেশ অধ্যক্ষ মহামন্ডলেশ্বর স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ উপস্থিত ছিলেন । তিনি বলেন, ক্ষুদ্র রাজনৈতিক সংকীর্ণতা কখনও ভালো কাজ করতে পারে না। অন্যায় বা পাপ কাজ ঢেকে রাখা সম্ভব নয়। তাই সমাজের চারপাশে তাকালেই দেখা যাচ্ছে দুর্নীতির অট্টহাসি। অনুষ্ঠানের শেষে অল ইন্ডিয়া আর্য মহাসভার ভাবধারায় রচিত প্রথম একটি গান প্রকাশিত হয়েছে। এই গানটি লিখেছেন ডঃ অর্ঘ্য মুখোপাধ্যায় এবং সুর ও কণ্ঠদানে অল ইন্ডিয়া আর্য মহাসভার সর্বভারতীয় সভাপতি বিভাস চন্দ্র অধিকারী। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে গিধনি সৎসঙ্গ আশ্রমের সম্পাদক শুভজিৎ পালিত, সম্পদ নারায়ণ ব্যানার্জী, প্রদীপ মিত্র প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সেইসঙ্গে বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শহর ও জেলাস্তরের দলীয় নেতারাও হাজির।

Printed, Published and **owned** by Haimanti Roy Thakur, 96, Purba Sinthi by Lane, Kolkata - 700 030 Price: 5/-
Printed by Rajib Roy, Sinthi More, Kol - 700 050. **Editor : Haimanti Roy Thakur,** Phone : 9836765148, 9830495701& Email : haaimaanti@gmail.com